দৈনিক ইনকিলাব

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 20 DEC 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

111

20 DEC 1988

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতি

যে জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা যতো উন্নত সে জাতি তত উন্নত— এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সবচেয়ে প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করছে। স্বাধীনতার ১৭ বছর পরও আজ পর্যন্ত আমরা একটা জাতীয় শিক্ষানীতি নির্ধারণ করতে পারিনি। এছাড়াও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সেশন জট ইত্যাদি বিষয়গুলো শিক্ষাকে তার নিজস্ব ধারায় বয়ে যেতে বার বার প্রতিকূলতার সৃষ্টি করছে। সেশন জট ও লেজুর ভিত্তিক ছাত্র রাজনীতি তাই শিক্ষাঙ্গনের ও শিক্ষার্থীর জন্য অক্টোপাশ হয়ে দেখা দিয়েছে।

ছাত্র রাজনীতি বিদেশেও আছে। তবে, আমাদের দেশের ছাত্র রাজনীতির চরিত্রের সাথে তাদের দেশের রাজনীতির চরিত্র আলাদা। যেমন বৃটেনের ছাত্র রাজনীতির কথাই ধরা যাক। সেখানে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় ছাত্র রাজনীতি দারুণভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তবে তাদের রাজনীতি শিক্ষার স্বাভাবিক ধারাবাহিকতায় কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। যদিও বর্তমানে সেখানেও রাজনীতি আগের মতো নয়। অনেকের অভিমত, ছাত্ররা লেখাপড়ায় মনোনিবেশ সর্বোপরি চাকরির চিন্তা, বেকারত্ব এসব চিন্তা-ভাবার জন্য রাজনীতি থেকে দূরে রয়েছে— তবে তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে খুব সচেতন। তাই ছাত্র রাজনীতির নামে দিক নির্দেশনাহীন, অন্ধ, লেজুরভিত্তিক ছাত্র রাজনীতিকে শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষার পরিবেশ তথা শিক্ষার্থী ও জাতির মঙ্গলের জন্য সমর্থন করা যায় না। শিক্ষার্থীদের নিজেদের স্বার্থে সুষ্ঠু লেখাপড়ার পরিবেশের স্বার্থে ছাত্র রাজনীতির সীমারেখা জাতীয় রাজনীতির সাথে সম্পর্ক, পার্থক্য নিরূপণ করে ছাত্র রাজনীতি করার সময় এসেছে। কারণ এর ফলে শিক্ষাঙ্গন বন্ধ থাকবে, রক্ত ঝরছে, সর্বোপরি সেশন জটও বাড়ছে। তাই এ অবস্থা চলতে দিলে আমাদের ভাবী নাগরিকদের হারাতে হবে। এ জন্যই আজ সময় এসেছে, ছাত্র রাজনীতির রূপরেখা কি হবে, সীমারেখাই বা কতটুকু হবে কিংবা ছাত্র রাজনীতি থেকে শিক্ষাঙ্গন মুক্ত থাকবে কি-না বা ছাত্র রাজনীতি জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর নিছক লেজুরভিত্তিক করবে কি-না সে ব্যাপারে সঠিক ও বাস্তব সিদ্ধান্ত নেয়ার।

এ ব্যাপারে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেয়ার সিংহভাগ দায়িত্ব অবশ্যই সরকারের— তবে তাতে ছাত্র সমাজ ও অভিভাবকদেরও এগিয়ে আসতে হবে।

মোঃ রফিকুল ইসলাম শামীম

'সবার জন্য শিক্ষা' প্রসঙ্গে

বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ গত ২৮-১১-৮৮ ইং তারিখে পাকশীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা সমিতির মহাসম্মেলনে ভাষণ দান করেন। উক্ত ভাষণে তিনি বিশ্ব দববারে বাংলাদেশকে একটি শিক্ষিত জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রয়াস চালানোর জন্য শিক্ষকদের নতুন করে শপথ গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন। প্রেসিডেন্টের এই আহবান জাতির বিবেককে নাড়া দিবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বর্তমানে যখন শিক্ষাংগনে হানাহানি, মারামারি, নকল করার দাবীতে বিক্ষোভ, নকলের অধিকার নিয়ে নিরীহ শিক্ষকদের উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চলে ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রাথমিক শিক্ষক মহাসম্মেলনে শিক্ষক তথা জাতির প্রতি মহামান্য প্রেসিডেন্টের এই বক্তব্য সময়োপযোগী বলে আমরা মনে করি। প্রেসিডেন্টের বক্তব্য শুধু শিক্ষকদের প্রতি নয়, তাঁর বক্তব্য সমগ্র জাতির প্রতি। দেশের একজন প্রেসিডেন্ট জাতিকে সর্বক্ষেত্রে উন্নত করার জন্য পরামর্শ দিতে পারেন। তার পরামর্শকে বাস্তবে পরিণত করার দায়িত্ব দেশের আপামোর সকল নাগরিকের। দেশকে বিশ্বের নিকট সু-প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, দেশের নাগরিকদের শিক্ষিত হতে হবে। শুধু শিক্ষিত হলেই চলবে না, তাদেরকে হতে হবে সৎ চরিত্রের অধিকারী, পরিশ্রমী ও উদ্যোগী। একটা শিশুর প্রাইমারী অথবা নার্সারী হতে লেখাপড়া শুরু হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষকদের উচিত প্রতিটি ছেলে-মেয়েকে সুশিক্ষা দান করে সমাজে পরিচিত করে তোলা।

প্রাইমারী বা নার্সারী হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত লেখাপড়া করাকালীন প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকদের উচিত শিক্ষকদের সর্বক্ষেত্রে সহযোগীতা দান করা। আর প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর উচিত তাদের অভিভাবক ও শিক্ষকদের আত্মত্যাগকে নিজেদের উন্নত জীবন গঠনের সুযোগকে সৎ ব্যবহার করা। তবেই আমরা প্রত্যেকে এই দেশের সুনাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হব। আমরা যদি ৮০% লোক শিক্ষিত হতে পারি তা হলে আমরা বিশ্বদরবারে মাথা উচু করে বেঁচে থাকবো। আমরা ৮০% লোক শিক্ষিত হতে পারলেই আমাদের প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের স্বার্থকতা প্রমাণ করতে পারবো। মহামান্য প্রেসিডেন্ট দুই হাজার স্রাল নাগাদ "সবার জন্য শিক্ষা" নীতি বাস্তবায়নের জন্য সর্বনিম্ন স্তরে শিক্ষা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তার এই পদক্ষেপকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সর্বস্তরের নাগরিকের অগ্রসর হওয়া উচিত। আমরা আশা করি সর্বস্তরের জনগণ নিজ জাতিকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে নির্দিধায় এগিয়ে আসব। আমরা মহামান্য প্রেসিডেন্টের "সবার জন্য শিক্ষা" নীতির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি। আশা করি বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণ দৃঢ় একাত্মতা ঘোষণা করে জাতিকে বিশ্ব দরবারে সু-পরতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করবে। বাংলাদেশের সকল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে "সবার জন্য শিক্ষা" এই শ্লোগানকে সর্বত্র জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে তাদের উৎপাদিত পণ্যসমূহের উপর "সবার জন্য শিক্ষা" সংযুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানাই। বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণকেও অনুরোধ যেন তাদের দৈনন্দিন কাজে বিদেশী পণ্যের পরিবর্তে দেশীয় পণ্যের ব্যবহারের প্রতি মনোযোগী হন।

নূরুল ইসলাম সিদ্দিকী